বর্ষ ৩ সংখ্যা ৩ নভেম্বর ২০২৪

ব্রাত্যজন

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষ

সূচি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য ও তার সংস্কার এজেন্ডা

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সভা: বন ও বনবাসী মানুষদের কীভাবে সুরক্ষা দেয়া যায় সে বিষয়ে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এবং অধিকারকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ, হরিজন প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ, হরিজন ও চা শ্রমিকদের শোচনীয় মজুরির ওপর আলোকপাত, ‘নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৬ দিনের কর্মসূচি’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক দিবস পালন, সমন্বয় সভা, বার্ষিক সভা, সংহতি নেটওয়ার্ক।

গবেষণা ও বিশ্লেষণ

অনুসন্ধান: রাবার চাষে প্রাকৃতিক বনের মৃত্যু, হরিজন এবং চা শ্রমিকদের মর্মান্তিক মজুরির উপর আলোকপাত, কায়পুত্র: নিগৃহীত এক গোষ্ঠীর অজানা গল্প, শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে ঢেলে সাজানো হোক চা শিল্প।

নতুন প্রকাশনা

সম্পাদক: **ফিলিপ গাইন**

সম্পাদনা সহকারী: **ফাহমিদা আফরোজ নাদিয়া ও রবিউল্লাহ**

পৃষ্ঠাসজ্জা: **বর্ষা চিরান**

উপদেষ্টা: **ড. হোসেন জিল্লুর রহমান**

প্রকাশক: সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং: ২এ, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫
ফোন:+৮৮-০২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org
www.brattyan.org & sehd.org

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য ও তার সংস্কার এজেন্ডা

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বই হাতে অতিথিবৃন্দ। ছবি: প্রসাদ সরকার।

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের কল্যাণে নিবেদিত দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত প্রতিষ্ঠান ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ২০২২ সালের ২৮ মে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায় (তিন বছর মেয়াদী) শেষে, ২০২৪ সালের ২৩ নভেম্বর রাজধানী ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব উদযাপনের জন্য চূড়ান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আটটি নতুন প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচনের পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর আলোচনা ও তথ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিআরসি'র উদ্দিষ্ট দশটি প্রান্তিক গোষ্ঠীগুচ্ছের প্রতিনিধি, মানবাধিকারকর্মী, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ এবং সাংবাদিকসহ অন্তত ১৩০ জন অংশ নেন।

সমাজ থেকে সব ধরণের বৈষম্য দূর করার একটি জোরালো বার্তা প্রেরণ করা হয় অনুষ্ঠান থেকে। অনুষ্ঠানের আয়োজকদের পক্ষ থেকে আরো যে বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে সেটি হলো– দেশের হতদরিদ্র, সীমাহীন সমস্যা, দুর্ভোগে জর্জরিত এবং পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে অসহায় এবং দুর্বল

‘প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার’ প্রকল্পের মুখপত্র এ নিউজলেটার। প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে মিজেরিওর এবং কারিতাস ফ্রান্স।

(বাঁ থেকে) অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক রওনক জাহান, ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এবং মি. রামভোজন কৈরী।

হিসেবে দেখার কোন অবকাশ নাই, বরং বহুমুখী সম্ভাবনা, সামর্থ্য এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ভাষায় সমৃদ্ধ এসব জনগোষ্ঠীর অনেক শক্তিও রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের প্রধান এবং সেড-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যাপক জাকির হোসেন রাজু। সরকারের বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণী আলোচনা থেকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাদ রাখা অথবা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। প্রাবন্ধিক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের 'ক্যান দ্য সাবঅল্টার্ন স্পিক?' প্রবন্ধের একটি উদ্ধৃতি টেনে অধ্যাপক রাজু বলেন সাবঅল্টার্ন বা প্রান্তিক শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মতামত প্রকাশের জন্য সমাজে আসলেই কোনও জায়গা নেই। ২০২৪ সালের আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার মাধ্যমে একটি বৈষম্যমুক্ত বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। "আমরা ইতিবাচক সংস্কারের ব্যাপারে আশাবাদী। পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া এসব জনগোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব জোরদার করতে হবে আমাদের," বলেন অধ্যাপক রাজু।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন বিআরসি'র পটভূমি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, লক্ষ্য এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহ অর্থাৎ আদিবাসী, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী, হিজরা, বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস এবং বিহারি জনগোষ্ঠী কীভাবে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী তা ব্যাখ্যা করেন।

"দেশের সকল নাগরিক সমান। পরিচয়, পেশা বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে কেউই বৈষম্যের শিকার হবে না, এমনটাই দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মানুষের লালিত স্বপ্ন যার প্রকাশ ঘটেছে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে," বলেন ফিলিপ গাইন। "এখন আমরা একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার পেয়েছি। আমরা আশা করছি এই সরকার যতদূর সম্ভব বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। আমাদের প্রত্যাশা তারা এ ব্যাপারে যথাযথ রোডম্যাপ (পথনকশা) নিয়ে আসবে।" সেড পরিচালক এই প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত বইগুলির মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি কিছু সংস্কার প্রস্তাব করেন, যার মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পরিচয়, ভাষা এবং সংস্কৃতির সুরক্ষা; মজুরি কাঠামোর সংস্কার; শ্রম আইন বাস্তবায়ন, সংশোধন এবং চা শিল্পে সংস্কার; সমান সুযোগ ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক বৈষম্য; সামাজিক সুরক্ষা এবং ও ন্যায়বিচার; ভূমির অধিকার ও খাস জমিতে প্রান্তিক ও দরিদ্রদের ভাগ; আইনি সুরক্ষা; বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন; পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন; আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়ন ও আইনি বৈষম্যের অবসান; এবং পরিবেশ, বনজীবী মানুষের সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) বিশিষ্ট ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান। তিনি তার বক্তব্যে বলেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংগ্রামময় জীবন তাকে বিস্মিত করেছে। "এই অনুষ্ঠানে না এলে আমি হয়তোবা জানতামই না আইন সংশোধন কোনও কোনও সম্প্রদায়ের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হতে পারে।" প্রান্তিক এবং বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সংস্কার কমিশনে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে তিনি বলেন, পিছিয়ে পড়া এসব জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের কীভাবে অন্তবর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা নিয়ে ভাবার এখন সময় এসেছে। সেড, পিপিআরসি এবং সিপিডি'র মতো সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানগত তথ্যভান্ডার তৈরির ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি এসব সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় দিকগুলো খুঁজে বের করা এবং তাদের সম্মান এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার উপরও জোর দেন অধ্যাপক রওনক জাহান।

অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ এম হাশমি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলেন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন। "আপনাদের কণ্ঠস্বর আরো জোরালো হতে হবে, অন্যথায়, পরিবর্তন আসবে না। আপনাদের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে,

(বাঁ থেকে) অধ্যাপক সৈয়দ এম হাশমি, ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া, সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এবং অধ্যাপক জাকির হোসেন রাজু।

তবে সেটা খুবই সীমিত পরিসরে, এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা যদি সম্মিলিতভাবে চাপ প্রয়োগ করতে না পারি, তাহলে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে," বলেন অধ্যাপক হাশমি।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রচুর পরিমান খাস জমি এখনো অব্যবহৃত রয়েছে। সরকার চাইলে এসব জমি প্রান্তিক ও ভূমিহীন মানুষের মাঝে বন্টন করে দিতে পারে।"

আলোচনায় হিজরা, বিহারি এবং জাতিগত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকারের প্রসঙ্গ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। সাংবিধানিকভাবে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার বড়ুয়া বলেন, "সংবিধানের কাজ অধিকার নিশ্চিত করা, পরিচয় নির্ণয় করা নয়। এই পরিচয়ের রাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার।"

'আদিবাসী ও উপজাতি কনভেনসন, ১৯৮৯' এ সাক্ষর করার জন্য সরকারের প্রতি তিনি জোরালো আহবান জানান। এই কনভেনসনে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবাধিকার এবং তাদের পরিচয়, ভাষা এবং ধর্ম রক্ষার বিষয়গুলি নিশ্চিত করার কথা বলা আছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। বক্তব্যে তিনি তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা এবং হতাশাগুলো তুলে ধরেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি বঞ্চনা, অবিচার এবং তাদের প্রয়োজনগুলো নিয়ে কথা বলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তিনি আশা প্রকাশ করেন তার একসময়ের ছাত্র, বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস সঠিক কাজই করবেন।

এসময় চা শ্রমিকদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, "১৯৬০ সাল থেকে আমি তাদের সমস্যার কথা শুনছি। মনে হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে তাদের বিদ্যমান সমস্যার সাথে আরো নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।" চা শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘবে তিনি কয়েকটি পরামর্শ দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পরামর্শ হলো, চা শ্রমিকরা যেসব বাগানে কাজ করেন এবং বসবাস করেন সেসব চা বাগানের একটি অংশ, তা যত ছোটই হোক না কেন, তা শ্রমিকদেরকে দেয়া। এতে তারা জমির মালিক হবেন যা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে ।

তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নানাবিধ সমস্যার কিছু সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে কথা বলেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ দেশের সকল দরিদ্র মানুষ অথবা যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য একটি 'ন্যূনতম আয়' প্রস্তাব করেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান। "আমি যা প্রস্তাব করেছি তা একটি জাতীয় সমাধান। একজন দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষকে উন্নত জীবন দানে এই উদ্যোগ ভূমিকা রাখবে," বলেন তিনি।

পরিশেষে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি আলাদা সংস্কার কমিশন গঠন করতে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ইউনুসের সাথে যোগাযোগ করতে গোষ্ঠীসমূহের প্রতিনিধিদের আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, "অন্তবর্তীকালীন সরকার যদি আপনাদের জন্য আলাদা কমিশন গঠন না করে, তবু আপনাদের পথচলা শেষ করা যাবে না। আপনারা একটি নাগরিক প্লাটফর্ম গঠন করে সেখানে আপনাদের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারেন। আমি মনে করি প্রধান উপদেষ্টা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিষয়টি গুরুত্বে সঙ্গে বিবেচনা করবেন।"

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন বিআরসির গবেষণা উপদেষ্টা, পিপিআর-সির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। তিনি বক্তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে প্রান্তিক এবং বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং বৈষম্য দূরীকরণের জন্য তিনটি পর্যায়ে পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথম পর্যায়ে গবেষণা এবং বিশ্লেষনের মাধ্যমে প্রান্তিক এবং বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংগ্রামকে দৃশ্যমান করে তোলা, দ্বিতীয় পর্যায়ে গোষ্ঠীসমূহের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করা এবং সর্বশেষে নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

আদিবাসী ও ট্রাইবাল জাতিগোষ্ঠী কনভেনসন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯)-এর ১৪ নং অনুচ্ছেদ

১। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির উপর মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। অধিকন্তু তাদের সম্পূর্ণভাবে দখলীকৃত নয়, কিন্তু তাদের জীবনধারণ ও ঐতিহ্যগত কার্যক্রমের জন্য প্রথাগতভাবে প্রবেশাধিকার রয়েছে এমন ভূমি ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে যাযাবর জনগোষ্ঠী ও জুম চাষীদের অবস্থার প্রতি বিশেষ নজর প্রদান করতে হবে।

২। সরকার প্রয়োজন অনুসারে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলে থাকা ভূমির পরিচিহ্নিত করা এবং তাদের মালিকানা ও ভোগদখলের অধিকার কার্যকর সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক দাবী-কৃত ভূমি সমস্যা নিরসনের জন্য জাতীয় আইনী ব্যবস্থার মধ্যে পর্যাপ্ত কার্যপ্রণালী গড়ে তুলতে হবে।

কমিউনিটি কণ্ঠ

প্রথম অধিবেশনে পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। তারা সকলেই অধিকারকর্মী এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সক্রিয়। তারা তাদের ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এসময়।

রামভোজন কৈরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)

চা শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইনে বেশ কিছু বৈষম্য আছে, যা ভীষণ উদ্বেগের বিষয়। অন্যান্য শিল্পের মতো চা শ্রমিকরা নৈমিত্তিক ছুটি পান না। ২০১৮ সালের সংশোধিত আইনে চা শ্রমিকদের গ্রাচুইটি বাতিল করা হয়। আমার প্রশ্ন এই সংশোধনীগুলো কাদের স্বার্থ রক্ষা করছে? চা শিল্পের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন ‘বিসিএসইউ’র নির্বাচন নিয়ে আমাদের অভিযোগ রয়েছে। মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েসন (বিটিএ) এবং বিসিএসইউ’র মধ্যে দুই বছর মেয়াদী শ্রম চুক্তি নির্ভর করে মালিকদের ইচ্ছার উপর। চুক্তি সব সময় করা হচ্ছে মেয়াদ শেষ হবার অনেক পরে। অন্যদিকে, বিসিএসইউ’র সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৮ সালে। পরবর্তী নির্বাচন না হওয়ায় শ্রমিকদের ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং মালিকরা এর সুযোগ নিচ্ছে। এখানে আমাদের প্রধান উদ্বেগের বিষয় কম মজুরি প্রদান। আমরা আশা করি অন্তবর্তীকালীন সরকার বর্তমান বাজারদর বিবেচনা করে চা শ্রমিকদের বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরি কাঠামো সংস্কারে মনোযোগী হবে।

ইউজিন নকরেক, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি

মধুপুরে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের কারণে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস হচ্ছে। শালবনের জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা বন থেকে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো শাকসব্জি এবং ভেষজ সংগ্রহ করতে পারছি না। আমাদের আরেকটি প্রধান সমস্যা ভূমির অধিকার নিয়ে। বনাঞ্চলে আমরা যারা বসবাস করি বা চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করছি তাদের বেশিরভাগেরই জমির মালিকানা দলিল নেই। ফলস্বরূপ, আমরা সর্বদা উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকি। মধুপুরে, আমাদের কম সুদে ঋণের প্রয়োজন হয়, যা আমরা ব্যাংক থেকে পাই না। এ কারণে অনেকেই জমি নিজেরা চাষাবাদ না করে, বাঙালিদের কাছে ইজারা দেয়। আমরা আদিবাসীদের জন্য প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারি চাকরিতে কোটা দাবি করি।

জয়া ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী হেডম্যান-কারবারি নেটওয়ার্কের সভাপতি

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান সমস্যা জমিকে কেন্দ্র করে। এখানকার ঐতিহ্যবাহী জুম চাষ পদ্ধতি দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসায় সবচেয়ে ক্ষতির মুখে রয়েছি আমরা আদিবাসী নারীরা। বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প; কাঠ, রাবার এবং তামাকের চাষ; এবং বাঙালি বসতি স্থাপনের মতো বিষয়গুলি জুম চাষের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ১৯৯৭ সালে গঠিত ভূমি কমিশন আজও অকার্যকরই রয়ে গেছে। আমরা আশা করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সংস্কার কমিশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে।

মিলন দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রান

“আমি ঋষি সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি। এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব একধরনের অভিশাপের মতো। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি, তখনই আমাদের প্রতি বৈষম্য উপলব্ধি করেছি। আমার স্কুলের পাশেই একটি দোকান ছিল যেখান থেকে সিঙ্গারা কিনতাম। আমি দেখতাম দোকানদার আমার বন্ধুদের প্লেটে করে সিঙ্গারা দিলেও, আমাকে দিতো কাগজে মুড়িয়ে। আজ, ৩০ বছর পরেও, সেই বৈষম্য রয়েই গেছে,” কথাগুলো বলেন সাতক্ষীরা ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা পরিত্রাণের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস। তিনি আক্ষেপের সাথে বলেন ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর হিন্দুরা আক্রমণের শিকার হয়। অথচ ওই আন্দোলনে ঋষি সম্প্রদায়ের অন্তত ৭৭ জন ছাত্র অংশ নেয়, যারা কোনও দলের সাথে যুক্ত ছিল না। তিনি বলেন, “আমরা সামাজিক স্বীকৃতি এবং সমাজে অন্যান্যদের মতো সমান মর্যাদা আশা করি। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলো বিবেচনায় নিয়ে ১০টি সংস্কার কমিশনের প্রতিটিতে আমাদের প্রতিনিধিদের সংযুক্ত করবে।”

কৃষ্ণলাল, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের সভাপতি

“আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করছি। আমার বাবা ছিলেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী, আমিও তাই, আবার আমার সন্তান হবে, সেও হবে একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী। আমাদের জন্মই হয়েছে আবর্জনা নিয়ে বেঁচে থাকতে। শিক্ষিত হলেও, হরিজনরা অস্পৃশ্য হওয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি পাচ্ছে না। আমরা হতাশ হই যখন দেখি ২৩ বছর ধরে এ ব্যাপারে আলোচনা, সেমিনার হলেও কর্মক্ষেত্র এবং সমাজে আমাদের অবস্থার উন্নতি নাই। কেউ আমাদের কথা শোনে না কারণ আমাদের কোনও রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই।”

ওপেন ফোরাম

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ লেবার স্টাডিজ (বিআইএলএস)-এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং ফিলিপ গাইনের পরিচালনায় বিকেলে এক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য একটি খসড়া সংস্কার এজেন্ডা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। সাতজন প্রতিনিধি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দাবি এবং সেগুলোর সমাধান নিয়ে কথা বলেন। তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ভূমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, ন্যায্য ও সমান আয়, চা শ্রমিকদের বৈধ অধিকার নিশ্চিত করা, সামাজিক স্বীকৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(বাঁ থেকে) মিস. জয়া ত্রিপুরা, নৃপেন পাল এবং জয়া সিকদার।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নৃপেন পাল চা শ্রমিকদের জমির অধিকার, শ্রম আইনে বৈষম্য এবং শ্রম আইনের বিভিন্ন ধারার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলেন। চা শ্রমিকরা কীভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করতে তিনি দুটি উদাহরণ টানেন: একটি চা শ্রমিকদের নৈমিত্তিক ছুটি না পাওয়া এবং অন্যটি গ্র্যাচুইটি না পাওয়া। ন্যাশনাল টি কোম্পানির (এনটিসি) ১২টি বাগানে কয়েক সপ্তাহ ধরে চা শ্রমিকদের মজুরি না দেওয়ায় তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি আহবান জানান।

যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক (এসডব্লিউএন)-এর প্রেসিডেন্ট আলেয়া আক্তার লিলি যৌনকর্মকে পেশা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার উপর জোর দেন। তিনি বলেন এখনও অনেক যৌনকর্মী নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। “যৌনকর্মীরা ব্যাপকভাবে নির্যাতিত। সাম্প্রতিক সময়ে ১,৩০০ যৌনকর্মী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পাশাপাশি মায়ের যৌনকর্মী পরিচয়ের কারণে তাদের সন্তানরা ভালো চাকরি পাচ্ছে না। এই বৈষম্যের অবসান হওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে চাই,” বলেন আলেয়া আক্তার লিলি।

সমাজে নিজ সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কথা বলেন ট্রান্সজেন্ডার কর্মী জয়া সিকদার। তিনি প্রশ্ন করেন বিশ্বের অনেক দেশই যখন ট্রান্সজেন্ডারকে স্বীকৃতি

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সংস্কার নিয়ে জাতীয় কর্মশালা। ছবি: প্রসাদ সরকার

দিয়েছে, তাহলে এদেশের সমাজ ব্যাবস্থা কেন ট্রান্সজেন্ডার পরিচয় মেনে নিচ্ছে না? "ট্রান্সজেন্ডারের স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া একটি দেশ কীভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৫ অর্জন করে? সমাজ, পরিবার এবং রাষ্ট্র যদি আমাদের যথাযথ মর্যাদা এবং শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে, তাহলে আমরা সবাই ভালোভাবে বাঁচতে পারব। এরজন্য আমাদের একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে," তিনি বলেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকার জেনেভা ক্যাম্প থেকে আসা মর্তুজা আহমেদ খান বিহারি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। এসময় তিনি গভীর হতাশা প্রকাশ করে বলেন বাংলাদেশে বিহারি সম্প্রদায়ের মানুষ মৌলিক মানবাধিকার থেকে চরমভাবে বঞ্চিত। "১৯৭১ সালের পর আমাদের সাথে চরম অমানবিক আচরণ হয়। ক্যাম্পে বিহারিরা প্রায়শই উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকে। তবে এটাও ঠিক আমরা আর ক্যাম্পে থাকতে চাই না। আমরা চাই সম্মানজনক পুনর্বাসন," বলেন মর্তুজা আহমেদ খান। এসময় তিনি বিহারি ক্যাম্পের সঠিক মানচিত্রায়ন এবং বিহারি জনসংখ্যা গণণার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

চট্টগ্রামের উত্তর চট্টোলা উপকূলীয় মৎসজীবী জলদাস সমবায় কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি লিটন দাস জলদাসদের দুর্দশা নিয়ে কথা বলেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারের সমুদ্রে গমনকারী হিন্দু জেলে সম্প্রদায় বা জলদাসরা চরম অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। "আমরা ব্যাংক ঋণ পাই না। অন্যকোনও উপায় না থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ (দাদন) নিতে হয় আমাদের," বলেন লিটন দাস। জলদাসদের সামাজিক নিরাপত্তা বাড়ানোর উপর জোর দেন লিটন দাস। পাশাপাশি বিধবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান।

সাতক্ষীরা, যশোর এবং খুলনা জেলায় বসবাসকারী শূকর চরানোগোষ্ঠী কায়পুত্রদের প্রতিনিধি মদন কুমার মণ্ডল তার সম্প্রদায়ের নানামুখী সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষই চেনে না শূকর চরানো গোষ্ঠীকে। শূকর পালনে বড় অংকের অর্থ প্রয়োজন হলেও ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। কায়পুত্রদের ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ঢাকার হরিজন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হৃদয় হরিজন বলেন বাঙালি ও হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মধ্যকার মজুরি বৈষম্যের অবসান হওয়া জরুরি। মেধার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান, নিরাপদ আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য ঝুঁকি ভাতার দাবি জানান তিনি। ❑

প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় সভা

আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এবং অধিকারকর্মী।

বন ও বনবাসী মানুষদের কীভাবে সুরক্ষা দেয়া যায় সে বিষয়ে আদিবাসী নেতৃবৃন্দ এবং অধিকারকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ: বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (সিএসও), কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান (সিবিও), নারী নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান, সিএইচটি হেডম্যান-কার্বারি নেটওয়ার্ক, রাঙামাটি প্রেসক্লাব, বিডিনিউজ ২৪ এবং গবেষণা সংস্থা থেকে মারমা, চাকমা, ম্রো, ত্রিপুরা, খুমি, বম, চাক, কোচ, গারো এবং বাঙালি জনগোষ্ঠীর ২১ জন প্রতিনিধি ৬-৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ঢাকায় একটি আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার মূল বিষয় ছিল বনবিনাশ, বনায়ন অর্থনীতি এবং ভূমিগ্রাস থেকে বনজীবী মানুষের সুরক্ষা।

সেড অংশগ্রহণকারীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর-মধ্যাঞ্চলে (টাঙ্গাইল, গাজীপুর এবং ময়মনসিংহ) বন ও সনাতনী বনভূমির মানচিত্রায়ন, ব্যাপক বনবিনাশ ও এর অন্তর্নিহিত কারণ, আদিবাসী ও অন্যান্য বননির্ভর জনগোষ্ঠীর ওপর বনবিনাশের প্রভাব এবং বন এলাকায় ভূমিগ্রাস—এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও দলীয় কাজে যুক্ত করতে এবং এসবের ওপর বেজলাইন তৈরির কৌশল প্রণয়নের জন্য এ কর্মশালার আয়োজন করে। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও কার্যক্রমের কৌশল প্রণয়নের মুক্ত আলোচনায় যুক্ত হন যার মধ্যে অন্যতম ছিল রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি নীতি সংস্কার।

বন অধিদপ্তরের দুজন শীর্ষ কমকর্তা প্রথাগত ভূমি অধিকার, বনবিনাশের চিত্র এবং বন ও বন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের সুরক্ষায় আইনি সংস্কার ও নীতি পরিবর্তনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তী সেশনে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বন ও সনাতনী বনভূমিতে প্রথাগত অধিকারের সুরক্ষায় যেসব আইনি উপকরণ রয়েছে সেগুলো তুলে ধরেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান বনবিনাশের মূল কারণসমূহ নিয়ে তার বিশ্লেষণধর্মী মতামত শেয়ার করেন যার মধ্যে অন্যতম ছিল বৈশ্বিক উপাদান, বনায়ন প্রকল্প এবং বন ব্যবস্থাপনা চর্চা। এছাড়াও বান্দরবানের সাংবাদিক বুদ্ধজ্যোতি চাকমা এবং উন্নয়নকর্মী লেলুং খুমি পার্বত্য চট্টগ্রামে বন ও পরিবেশ রক্ষায় ভালো কাজসমূহ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেশন পরিচালনা করেন।

কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন। তিন দিনব্যাপী এ কর্মশালার প্রতিটি সেশন ছিল অংশগ্রহণমূলক ও আলোচনাধর্মী। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে বন ও ভূমি নিয়ে সংহতি নেটওয়ার্ক গঠন এবং সনদ বিতরণের মাধ্যমে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে।

হরিজন প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ: ‘হরিজনদের অবস্থান, অবস্থা ও সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি’ বিষয়ে ঢাকায় ২৬-২৭ অক্টোবর ২০২৪ দুই দিনব্যাপী এক আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, খুলনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গাইবান্ধা, নরসিংদী এবং মৌলভীবাজার জেলা থেকে হরিজন নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং নারীসহ ২২ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের ছয়জন কর্মকর্তা এবং পাঁচজন রিসোর্স পার্সন কর্মশালার বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন।

কর্মশালার উদ্বোধনী অধিবেশনটি পরিচালনা করেন সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন। পরের সেশনে আলোচনা করেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও মাইনরিটি রাইটস ফোরাম-এর সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট উৎপল বিশ্বাস। তিনি জানুয়ারি ২০২৪-এ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ যেভাবে কোনো পুনর্বাসন ছাড়াই পুরান ঢাকার মিরনজিল্লা হরিজন কলোনির একাংশ বেআইনিভাবে উচ্ছেদের চেষ্টা চালায় তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

হরিজনদের নিয়ে আবাসিক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

উন্নয়ন পরামর্শক হারুন-অর-রশিদ সংগঠনের মূল ভিত্তি এবং সাংগঠনিক দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক অধিবেশন পরিচালনা করেন। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর বাস্তবায়িত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক এম এম মাহমুদুল্লাহ। তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ কীভাবে এসব কর্মসূচিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি আরো বাড়াতে পারে সে বিষয়ে কথা বলেন এবং এসব কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও তুলে ধরেন।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন ফিলিপ গাইন গবেষণা ও অনুসন্ধানে কমিউনিটির মানুষ কীভাবে অংশ নিতে পারে এবং এর মাধ্যমে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। পরের সেশনটি পরিচালনা করেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন পরিদর্শক মুসা আলী সাদ। তিনি দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের নানা উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানজিমউদ্দিন খান তার আলোচনায় সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, প্রান্তিকতা এবং বৈষম্যের নানা দিক তুলে ধরেন। কর্মশালার সমাপনী অধিবেশনে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ-এর সভাপতি কৃষ্ণলাল হরিজন কলোনির সঠিক মানচিত্রায়নে করণীয় নিয়ে তার মতামত দেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণের মধ্য দিয়ে দুইদিনব্যাপী কর্মশালা শেষ হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, ২০২৪ উদযাপন — হরিজন ও চা শ্রমিকদের শোচনীয় মজুরির ওপর আলোকপাত: আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস, ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে ৩০ এপ্রিল ২০২৪ শ্রীমঙ্গলে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং চা শ্রমিকরা তাদের মজুরি বঞ্চনার গল্প তুলে ধরেন। হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও তাদের নিজস্ব সংগঠন বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ-এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, চা শ্রমিক ও তাদের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)-এর নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, গবেষক, সিবিও, সিএসও, মানবাধিকার কর্মী এবং চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতীক থিয়েটারের সাংস্কৃতিক দল এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মীগণসহ একশোজনের অধিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

শ্রীমঙ্গলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী সুকন বাসফোর এবং শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজারের হরিজন প্রতিনিধিরা তাদের মজুরি বঞ্চনার ভয়াবহ গল্প তুলে ধরেন। তারা জানান, শ্রীমঙ্গল পৌরসভায় কর্মরত ৩৬ জন হরিজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মাসিক বেতন ৫৫০ টাকা। পৌরসভা থেকে তারা না পান কোনো স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, না পান পেনশন। এমনকি দুর্ঘটনার শিকার বা অন্য যেকোনো জরুরি প্রয়োজনেও তারা কোনো ক্ষতিপূরণ বা ছুটি পান না। তারা অন্যান্য পৌরসভার সমান এবং সম্মানজনক মজুরি কাঠামোর দাবি জানান।

সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন তার মূল প্রবন্ধে হরিজন এবং চা শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। চা শ্রমিকদের মজুরি প্রসঙ্গে তিনি জানান, চা বাগানে নজিরবিহীন শ্রমিক ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে সাবেক) ২০২২ সালের আগস্টে চা শ্রমিকদের মজুরি ১৭০ টাকা নির্ধারণ করে দেন, যা এখনও

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৬ দিনের কর্মসূচি শীর্ষক আন্তর্জাতিক দিবস পালনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

পর্যাপ্ত নয়।

কমিউনিটি প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনার পর গবেষক, শিক্ষক, আইনজীবী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন। তারা হরিজন ও চা শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনার মূল কারণসমূহ বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাদেরকে বর্তমান এই শোচনীয় অবস্থা থেকে বের করে আনার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এই সেশনে আলোচক হিসেবে ছিলেন শ্রীমঙ্গলস্থ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর উপমহাপরিদর্শক মোহাম্মাদ মাহবুবুল হাসান, ভারতীয় আইনজীবী এবং ভারত ও বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের নিয়ে কাজে সহযোগিতাকারী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এডভোকেসি গ্রুপ নাজদীক-এর কর্মকর্তা কাতিয়ানী চ্যান্দোলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোহাম্মদ তানজিমুদ্দীন খান এবং ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং সেসবের সমাধানে কৌশলী চিন্তার মাধ্যমে কাজ করা"।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল 'প্রতীক থিয়েটার'-এর শিল্পীদের বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। নাচ, গান, আবৃত্তি এবং নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা চা শ্রমিকদের কষ্টের জীবন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরেন যা দর্শকদের বিস্মিত করে।

'নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৬ দিনের কর্মসূচি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক দিবস পালন: 'নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৬ দিনের কর্মসূচি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে শ্রীমঙ্গলের ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ দিনব্যাপী চা শ্রমিকদের নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল বিষয় ছিল 'নারী চা শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মজীবী নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য'। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের থেকে অন্তত ৭৫ জন এ দিবস পালন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

অনুষ্ঠানে চা শ্রমিকদের নিয়ে সেড-এর জরিপ ও অনুসন্ধানভিত্তিক সদ্য প্রকাশিত ১৫২ পৃষ্ঠার বই, টি ওয়ার্কার্স অব বাংলাদেশ: রিয়ালিটিজ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস (বাংলাদেশের চা শ্রমিক: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ) চা বাগান এলাকার জন্য উন্মোচন করা হয়। বইটিতে চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কর্মপরিবেশ, চা বাগানে শ্রম আইনের লঙ্ঘন, মজুরি, স্বাস্থ্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। এতে নারী চা শ্রমিকদের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়েছে।

আলোচনা পর্বে নারীকণ্ঠ হিসেবে কথা বলেছেন শ্রীমতি বাউরি, সহ-সভাপতি, জুড়ি ভ্যালী, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ); জেসমিন আক্তার, সহ-সভাপতি, বিসিএসইউ; ইভান আহমেদ কথা, হিজড়া অধিকার কর্মী; রাজিয়া সুলতানা, যৌনকর্মীদের নিয়ে কর্মরত অধিকারকর্মী এবং শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজারের হরিজন নারী প্রতিনিধি।

সম্মানিত অতিথি এবং আলোচক হিসেবে ছিলেন মোহাম্মাদ মাহবুবুল হাসান, উপ-মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রীমঙ্গল; মো. সুয়েব হোসেন চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, শ্রীমঙ্গল; ডা. সত্যকাম চক্রবর্তী, সাবেক সিভিল সার্জন, মৌলভীবাজার; মাখনলাল কর্মকার, সভাপতি, বিসিএসইউ; রামভজন কৈরী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিসিএসইউ; নৃপেন পাল, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, বিসিএসইউ এবং পরেশ কালিন্দি, অর্থ সম্পাদক, বিসিএসইউ এবং স্থানীয় সাংবাদিক ইদ্রিস আলী।

সমন্বয় সভা: ঢাকায় ২০ অক্টোবর ২০২৪ প্রকল্পের পঞ্চম সমন্বয় সভায় একত্রিত হন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, সিএসও, সিবিও'র প্রতিনিধি এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মীগণসহ ৩২ জন। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের মূল অর্জনগুলো অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠী প্রতিনিধিগণ প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে যা যা শিখেছেন সেগুলো শেয়ার করেন এবং যেসব কার্যক্রম সামনে সম্পন্ন হবে সেসব ও প্রকল্পের দ্বিতীয় ফেইজের কার্যক্রম নিয়ে তাদের মতামত ও পরামর্শ দেন।

পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি কীভাবে অবদান রেখেছে সে বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তারা এখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন, সম্মিলিত উদ্যোগ বিআরসি'র লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা জানান, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের একটি বড় অংশের মধ্যে এখন যোগাযোগ বেড়েছে এবং বিআরসি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে।

সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ।

বার্ষিক সভা: চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠীসমূহ, সিবিও প্রতিনিধি, বিআরসি'র ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মীসহ ২৫ জন শ্রীমঙ্গলে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ প্রকল্পের তৃতীয় বার্ষিক সভায় একত্রিত হন। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ ছিলেন চা শ্রমিক ও তাদের ট্রেড

ইউনিয়নের প্রতিনিধি।

সভাটি একই দিন 'নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৬ দিনের কর্মসূচি' শীর্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে হরিজন ও চা শ্রমিকদের মজুরি বঞ্চনা নিয়ে হওয়া আলোচনা সভা ও বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের সাথে আয়োজন করা হয়। সভায় বিআরসি'র চলমান ফেইজের কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং পরবর্তী ফেইজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

সংহতি নেটওয়ার্ক: প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী গোষ্ঠীসমূহের পাঁচটি গুচ্ছে—(ক) আদিবাসী (খ) বেদে, বিহারি এবং জলদাস (গ) যৌনকর্মী ও হিজড়া (ঘ) চা জনগোষ্ঠী এবং (ঙ) ঋষি, কায়পুত্র এবং হরিজন–সংহতি নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়। পাঁচটি নেটওয়ার্কের মোট সদস্য সংখ্যা ১৩০ জনের অধিক এবং প্রতিটি গোষ্ঠীগুচ্ছে কমিউনিটি প্রতিনিধি আছেন ২০ থেকে ৩০ জন।

সংহতি নেটওয়ার্কের সদস্যগণ প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর কাজ করতে সেড ও এর গোষ্ঠী ক্ষমতায়ন শাখা ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর মুখ্য ব্যক্তি। এরা একদিকে যেমন প্রকল্পের আওতায় গবেষণা, অনুসন্ধান, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কার্যক্রমে এরা অংশগ্রহণ করছেন, তেমনি গোষ্ঠীর মধ্যে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্যদের মধ্যে সংলাপ আয়োজনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

চূড়ান্ত উপকারভোগীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি নেটওয়ার্ক গঠন ও অংশীদারিত্বের ভিত্তি তৈরি হয়েছে গত দশকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় সেড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ তখন এদের ওপর বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী, সিএসও, সিবিও এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ বাড়াতেও কাজ করছে এই সংহতি নেটওয়ার্কগুলো। ❑

গবেষণা ও বিশ্লেষণ

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর অন্যতম কাজ গবেষণা। এই গবেষণার অন্যতম অংশ হল কমিউনিটি ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়ন। প্রকল্পের তিন বছর জুড়ে আদিবাসী, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী ও হিজড়া, ঋষি ও কায়পুত্র (যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলায় অবস্থিত শূকর চড়ানো গোষ্ঠী), হরিজন, বেদে, জলদাস এবং বিহারি-এই আটটি কমিউনিটির জন্য আটটি পৃথক কমিউনিটি এজেন্ডা তৈরি করা হবে। তাছাড়া দু'টি বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার বিষয় হলো বন ও ভূমির অধিকার এবং পরিচয়, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ।

গবেষণা-নির্ভর কমিউনিটি ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা: গবেষণা-নির্ভর দুইটি কমিউনিটি এজেন্ডা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের তৃতীয় বছর (সমাপ্তিকাল-নভেম্বর ২০২৪) বিহারি ও জলদাসদের সাথে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে আদিবাসী, চা শ্রমিক, ঋষি ও কায়পুত্র, যৌনকর্মী ও হিজড়া, হরিজন এবং বেদেদের উপর কমিউনিটি এজেন্ডা তৈরির জন্য পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। প্রতিটি এজেন্ডার জন্য দু'টি করে পরামর্শ সভা এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক এফজিডি ও সাক্ষাৎকার (কেআইআই)-এর আয়োজন করা হয়।

এসব সভায় উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধি, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এমন বিভিন্ন ধরণের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভা অংশগ্রহণমূলক ছিল এবং অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটির নানা সমস্যা, চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক এবং নিজ কমিউনিটির জন্য তাদের সুপারিশ তুলে ধরেন। সভা শেষে প্রতিটি কমিউনিটি থেকে এফজিডি, কেআইআই ও কেস ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য যোগাড় করা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও বৈষম্য বিলোপ-এর উপর বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা নিয়ে দু'টি পরামর্শ সভার মধ্যে শেষটি তৃতীয় বছরে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী ২২ জনের মাঝে ছিল আদিবাসী, হিজড়া, এবং হরিজন (পরিচ্ছন্নকর্মী) কমিউনিটির প্রতিনিধি। অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ কমিউনিটির নানা সমস্যা, চাহিদা এবং সুপারিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এর আগে দ্বিতীয় বছরে এই বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডার প্রথম সভা এবং প্রথম বছরে বন ও ভূমির অধিকার বিষয়ে দু'টি পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়।

তথ্য নিশ্চিতকরণ কর্মশালা: আদিবাসী, হরিজন ও চা শ্রমিক এই তিন কমিউনিটির এজেন্ডা তৈরি করতে প্রতিটি কমিউনিটির সাথে একটি করে মোট তিনটি তথ্য নিশ্চিতকরণ কর্মশালা প্রকল্পের তৃতীয় বছর আয়োজন করা হয়। এ ধরণের কর্মশালার উদ্দেশ্য হল এজেন্ডা লেখার আগে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিটি কমিউনিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা। দলীয় আলোচনা (এফজিডি), সাক্ষাৎকার (কেআইআই) ও জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, এর বিশ্লেষণ, অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের গল্প, ইত্যাদি দিয়ে সাজানো এজেন্ডার রূপরেখা দিনব্যাপী এক একটি কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত, পর্যবেক্ষণসহ কিছু নতুন তথ্য যোগ করেন এবং এজেন্ডা চূড়ান্ত করার জন্য তাদের সম্মতি দেন।

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের টেকসইকরণ: তহবিল সংগ্রহ নিয়ে পরামর্শ সভা:

বিআরসি'র উদ্দীষ্ট কমিউনিটি থেকে কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) ও সুশীল সমাজ সংস্থা (সিএসও)-এর প্রতিনিধি, উন্নয়ন পরামর্শক, ওয়েব ডেভেলপার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং প্রকল্প কর্মীসহ মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ কী কী পন্থায় বিআরসি'র টেকসইকরণে তহবিল সংগ্রহ করা যায় এ বিষয়ের উপর ঢাকায় একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল: (ক) কী পন্থায় তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে বিআরসিকে স্বনির্ভর করা যায়, এবং (খ) বিআরসি প্রকল্পের পরবর্তী ধাপে কী কী কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি সভার অংশগ্রহণকারীদের মতামত নেওয়া। এটি ছিল বিআরসি টেকসইকরণের কৌশলপত্র তৈরির জন্য শেষ পরামর্শ সভা।

সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক গবেষণা: সরকারি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বিআরসি'র উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাগ ও অভিগম্যতা বিষয়ক গবেষণার জন্য জরিপের কাজ প্রকল্পের তৃতীয় বছর করা হয়। পিপিআরসি ও সেড'র যৌথ উদ্যোগে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে বাছাইকৃত ২,০০০ খানার উপর এই নমুনা জরিপ চালানো হয়।

দশটি কমিউনিটি থেকে বাছাইকৃত ১৫ জন জরিপকারীকে জরিপের আট পৃষ্ঠার প্রশ্নপত্রের উপর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেড ও পিপিআরসি'র গবেষক দল দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। উপস্থিত জরিপকারীরা নিজ নিজ কমিউনিটির বাস্তবতার ভিত্তিতে বেশ কিছু পরামর্শ দেন এবং তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র সংশোধন করা হয়। পাইলট টেস্টের জন্য প্রত্যেক জরিপকারীকে চারটি করে প্রশ্নপত্র পূরণ করতে দেওয়া হয়। টেস্টের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র আরেকদফা সংশোধনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র নিয়ে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর একদল তথ্য বিশ্লেষক ডাটা এন্ট্রি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সারণি তৈরির কাজ করছে এবং খুব শীঘ্রই জরিপের মূল রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। রিপোর্টে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতার সার্বিক চিত্র ও এ বিষয়ে সুপারিশের পাশাপাশি বার্ষিক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপর আলোকপাত করবে। ❑

অনুসন্ধান

রাবার চাষে প্রাকৃতিক বনের মৃত্যু: বাংলাদেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত টাঙ্গাইল-শেরপুর জেলার রাবার জোন পার্বত্য চট্টগ্রামের (সিএইচটি)-এর বাইরে রাবার চাষের জন্য একটি হটস্পট। রাবার চাষ রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হলেও সার্বিকভাবে এর তেমন উপকার নেই, বরং প্রাকৃতিক বন ও গাছপালার পাশাপাশি সেখানে বসবাসকারী নানা জাতিসত্তার মানুষ ও বন্যপ্রাণীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাবার চাষ এবং এর প্রভাব সম্পর্কে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ২১ মার্চ ২০২৪ *দ্য ডেইলি স্টার*-এ প্রকাশিত হয়।

হরিজন এবং চা শ্রমিকদের মর্মান্তিক মজুরির উপর আলোকপাত: হরিজন একটি পেশাগত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যারা ঐতিহ্যগতভাবে যুগ যুগ ধরে এ দেশের বিভিন্ন শহরে রাস্তা বা প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে আসছে। তারা অনেকেই নিজেদের দলিত বলে মনে করেন। দলিত এমন একটি শব্দ যা দ্বারা হিন্দু বর্ণবাদে চার বর্ণের বাইরে আরও নিম্ন মর্যাদার মানুষকে বোঝায়

২০২৪ সালে পীরগাছা রাবার বাগানের অনুৎপাদনশীল রাবার গাছ কাটা হচ্ছে। ছবি: ফিলিপ গাইন।

এবং সমাজের অনেকেই তাদের অস্পৃশ্য বলে মনে করে। শ্রীমঙ্গলে হরিজনদের মাসিক বেতন কেবল ৫৫০ টাকা (এপ্রিল ২০২৪)! অন্যদিকে, বাংলাদেশে চা শ্রমিকরা এদেশে আসার পর থেকে সব সময়ই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। এই দুই সম্প্রদায়ের মজুরি বঞ্চনার বিষয়টি তুলে ধরতে শ্রীমঙ্গলে সেড আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উদযাপন করে। এই উদযাপন ও সেখানে যেসব অনুসন্ধানী তথ্য তুলে ধরা হয় তার উপর একটি প্রতিবেদন ১০ মে ২০২৪ *ঢাকা কুরিয়ার*-এ প্রকাশিত হয়।

কায়পুত্র: নিগৃহীত এক গোষ্ঠীর অজানা গল্প: কায়পুত্র বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা, বিশেষ করে সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল এবং নড়াইল জুড়ে খোলা মাঠে শূকর চরানো একটি গোষ্ঠী। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) কায়পুত্রদের নিয়ে গবেষণার জন্য ২০১৬ সাল থেকে বেশ কয়েকটি জেলায় রাখাল (যারা শূকর পালন করে) সহ শূকরের পাল অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সামাজিকভাবে এতটা বিচ্ছিন্ন, বঞ্চিত ও দরিদ্র অন্য কোনো জনগোষ্ঠী নেই। কায়পুত্র এবং তাদের জীবন, জীবিকা ও সংগ্রামের উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন *দ্য ডেইলি স্টার*-এ ১ জুন ২০২৪-এ প্রকাশিত হয়।

সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজে পাতা তোলার পর দিন শেষে ভিজে ভিজে খোলা জায়গায় পাতা জমা দিচ্ছেন একদল নারী শ্রমিক। ছবি: ফিলিপ গাইন

বিলে শূকর চরাচ্ছেন এক কায়পুত্র রাখাল। ছবি: ফিলিপ গাইন

শ্রমিক শোষণ বন্ধ করে ঢেলে সাজানো হোক চা শিল্প: ন্যাশনাল টি কোম্পানি (এনটিসি) একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যার অধীনে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলায় রয়েছে ১২টি চা বাগান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই বাগানগুলো লোকসানে নিমজ্জিত। জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে পড়ে এবং শ্রমিকরা কয়েক সপ্তাহ ধরে তাদের দৈনিক মজুরি থেকে বঞ্চিত হন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন চা শ্রমিকরা। নিম্নমানের পরিচালনা দেখা যায় এমন আরও অনেক বাগান আছে যেখানে শ্রমিক এবং তাদের পরিবার সবচেয়ে বেশি বঞ্চনার শিকার। এনটিসি এবং আরও কয়েকটি বাগানের এমন অব্যবস্থাপনার চিত্র তুলে ধরতে একটি অনুসন্ধানীমূলক প্রতিবেদন ৭ অক্টোবর ২০২৪ *দ্য ডেইলি স্টার*-এ প্রকাশিত হয়। ❑

নতুন প্রকাশনা

ব্রাত্যজন: সামাজিক সুরক্ষা

আদিবাসী, চা শ্রমিক, বেদে, ঋষি, কায়পুত্র, যৌনকর্মী, হিজড়া, হরিজন, জলদাস ও বিহারি—এসব জনগোষ্ঠীর মানুষের অবস্থা এবং তারা যেসব বৈষম্য, নিরাপত্তাহীনতা এবং অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হন সেসব নিয়ে এই আলোকচিত্র প্রদর্শনী। সমাজে দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম রয়েছে। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারে'র চূড়ান্ত উপকারভোগীরা নয়টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম থেকে সরাসরি সুবিধা ভোগ করেন। এর বাইরে আরও প্রায় বিশ-এর মতো কার্যক্রম থেকে তারা সুবিধা পান বা পেতে পারেন। ক্যাটালগে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের উপর ভূমিকা যেমন আছে তেমনি আছে নির্বাচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রযোজ্য তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ক্যাটালগে যে ৬৭টি ছবি ছাপা হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রধান প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর দর্পণ। বাংলা, পেপারব্যাক, ৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য: ১৫০ টাকা।

কমিউনিটি এজেন্ডা: ঋষি ও কায়পুত্র

বাংলাদেশে প্রায় তিন শতাংশের মতো মানুষ ধর্ম, জাতি পরিচয়, পেশা ইত্যাদির কারণে শুধু দরিদ্র ও প্রান্তিকই নন, তারা চরম বৈষম্য ও নিগ্রহের শিকার এবং তাদের একটি অংশ আবার অচ্ছুত হিসাবে বিবেচিত। এমনই দুটো সম্প্রদায় কায়পুত্র ও ঋষি। কায়পুত্ররা শূকর পালন ও ব্যবসার সাথে জড়িত একটি গোষ্ঠী। অন্যদিকে, ঋষিরা চামড়ার কাজ, বাঁশ ও বেতের পণ্য তৈরি, জুতা তৈরি ও মেরামতের মতো কাজের পাশাপাশি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ করে ঢাক-ঢোল বানাতে পটু, আবার বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও তারা সিদ্ধহস্ত।

কায়পুত্র ও ঋষি উভয় সম্প্রদায় সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সুরক্ষা থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত। প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী এ সম্প্রদায় দুটোর অনেকেই নিজেদেরকে 'দলিত' বলেন।

এ দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কী অবস্থায়

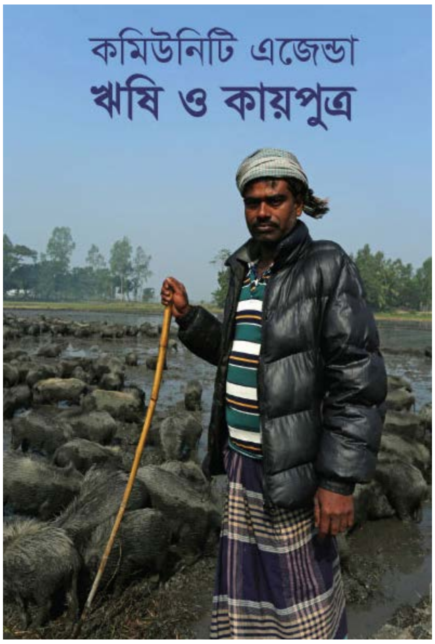

আছেন, কী পরিবর্তন হচ্ছে, তাদের প্রয়োজনসমূহ কী, তাদের জন্য কে কী করতে পারে সেসব নিয়ে এ কমিউনিটি এজেন্ডা। তাদের বেশ কিছু জীবনের গল্পও ছাপা হয়েছে এ এজেন্ডায়। এ এজেন্ডা যেমন তাদের ব্যবহারের জন্য তেমনি মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন এবং নীতি নির্ধারকরা এ এজেন্ডা থেকে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ পাবেন। বাংলা, পেপারব্যাক, ৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য: ১৫০ টাকা।

পার্টনার ডিরেক্টরি: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন এবং দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ

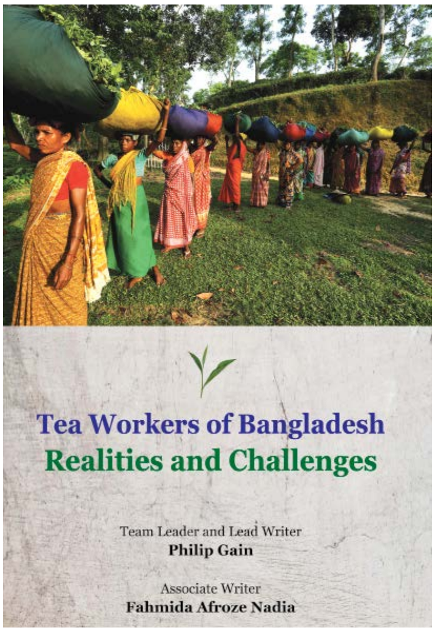

ঠিকানা-সম্বলিত এ ডিরেক্টরি।

ডিরেক্টরিতে যেসব প্রতিষ্ঠানের তথ্য আছে: আদিবাসী, চা জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত নিজস্ব, স্থানীয় ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান; আদিবাসী, চা জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দল ও প্রতিষ্ঠান; যৌনকর্মীদের নেটওয়ার্ক ও তাদের নিজস্ব সংগঠন; প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত দেশীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত আন্তর্জাতিক ও দাতা সংস্থা; আদিবাসী, চা শ্রমিক ও অন্যান্য প্রান্তিক মানুষ নিয়ে কর্মরত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচিত সংবাদ মাধ্যম।

এই প্রকাশনাটি মানবাধিকারকর্মী, সুশীল সমাজ সংস্থা, সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠন, সাংবাদিক, গবেষক এবং শিক্ষাবিদ যারা এসব জনগোষ্ঠীর সাথে কাজ করে তাদের জন্য বিশেষ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে। বাংলা, পেপারব্যাক, ২০০ পৃষ্ঠা, মূল্য: ৪০০ টাকা।

বাংলাদেশের চা শ্রমিক: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১৬০টি চা বাগানে কর্মরত রয়েছে প্রায় ১৪০,০০০ চা শ্রমিক, যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশিই নারী। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে ৯৫ শতাংশ চা শ্রমিকই নিম্ন বর্ণের হিন্দু, আদিবাসী এবং অবাঙালি। চা-বাগানের সঙ্গে বাধা এসব চা শ্রমিক সত্যিকার অর্থেই চরম দরিদ্র, কম বেতনভুক্ত, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে অন্যতম ।

'বাংলাদেশের চা শ্রমিক: বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ'—মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দশটি নির্বাচিত চা বাগানের ৪০০ জন চা শ্রমিকের উপর জরিপের ভিত্তিতে লেখা। জরিপ ফলাফলের পাশাপাশি চা জনগোষ্ঠী নিয়ে দেশের শীর্ষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত নির্বাচিত কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও চা বাগানের সাথে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য সুপারিশও আছে এই প্রকাশনায়। এতে চা শ্রমিকের জীবনের নানা দিক উঠে এসেছে যার মধ্যে রয়েছে চা শ্রমিকের জাতিগত পরিচয়, চা বাগানের কর্ম পরিবেশ ও শ্রম আইনের লঙ্ঘন, চা শ্রমিকের মজুরি কাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চা বাগানের নারীর উপর সহিংসতার চিত্র এবং কিছু নির্বাচিত জীবন কাহিনী। ইংরেজি, পেপারব্যাক, ১৫২ পৃষ্ঠা, মূল্য: ২৫০ টাকা।

রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ: বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশের আদিবাসী, চা শ্রমিক, বেদে, ঋষি, হরিজন, জলদাস, যৌনকর্মী, হিজড়া, কায়পুত্র (খোলা মাঠে শূকর চড়ানো গোষ্ঠী), বিহারি—এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থা, অবস্থান ও উদ্বেগের নানান বিষয় নিয়ে এই রিপোর্ট। এ গোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্তত তিন শতাংশ। জাতিগত পরিচয়, দাসত্বের কাছাকাছি অবস্থা, পেশা, বর্ণাশ্রম, সংস্কৃতি, ভৌগলিক অবস্থান, ভূমিহীনতা এবং বাস্তুচ্যুতি ও আরো নানা কারণে তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার।

এ রিপোর্টের নানা অধ্যায় যারা লিখেছেন তারা মাঠ গবেষণা ও অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ কাজে লাগিয়েছেন। কাজেই লেখাগুলি মৌলিক, জীবনকাহিনী নির্ভর এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের উপর বংশপরম্পরায় যে কাঠামোগত অবিচার হচ্ছে সেসব বিষয়ে তথ্য, বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টিসমৃদ্ধ। ২০১৩ সাল থেকে অনেকগুলো জাতীয় কর্মশালা, সম্মেলন, সংলাপ, আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর রিপোর্ট নিয়ে এ বইয়ের শেষ অধ্যায়। এসবের মাধ্যমে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও মানবাধিকারকর্মীদের সাথে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের মানুষ যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও মত-বিনিময়ের সুযোগ পেয়েছেন। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষদের নিয়ে মাঠের কাজে ও চিন্তার ক্ষেত্রে এ রিপোর্ট একটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বাংলা, পেপারব্যাক, ২৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য: ৪০০ টাকা। ❑